জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত আইসিটি বিষয়ক অনলাইন কোর্স
রিডিং ম্যাটেরিয়াল

৯.৪ ফ্রিল্যান্সিং
(লেনদেন ও পেমেন্ট পদ্ধতি, অর্থ উপার্জন ও উত্তোলনের রোডম্যাপ, দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার গড়ার কৌশল, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ ও সমাধানের উপায়)

পেমেন্ট গেটওয়ে নির্বাচন

১. **পেওনিয়ার মাস্টারকার্ড**
সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজ উপায়। Upwork থেকে টাকা Payoneer-এ আসে, সেখান থেকে ব্যাংক বা ATM-এ তোলা যায়।

২. **লোকাল ব্যাংক একাউন্ট**
Upwork থেকে সরাসরি তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা আসে। খরচ তুলনামূলক বেশি।

৩. **Wise**
আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য নির্ভরযোগ্য বিকল্প, তবে Upwork-এ সরাসরি লিঙ্ক সবসময় সম্ভব নয়।

৪. **Paypal**
বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় মাধ্যম, কিন্তু বাংলাদেশে এখনও চালু হয়নি।

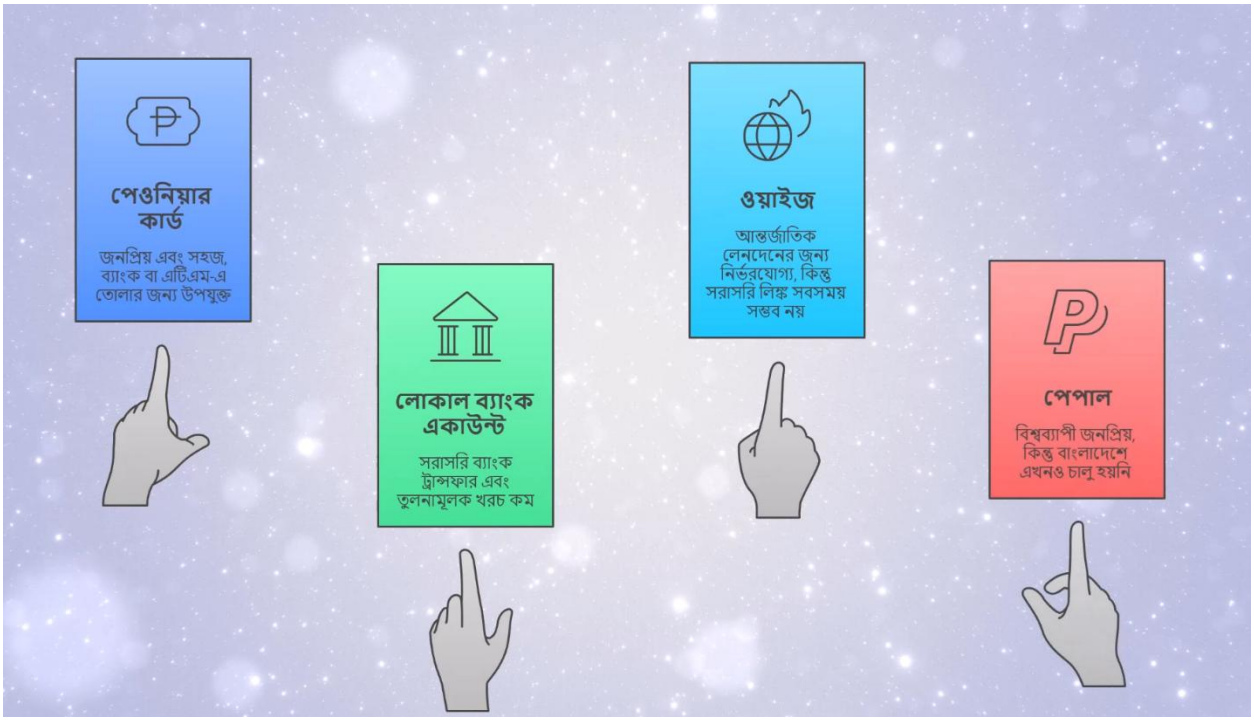

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Payoneer Mastercard সেটআপের ধাপসমূহ

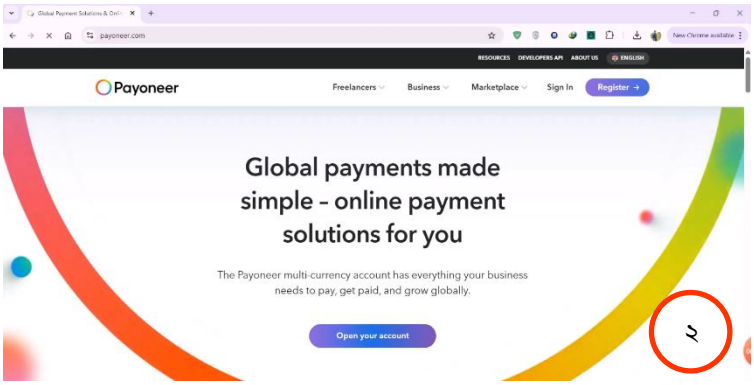

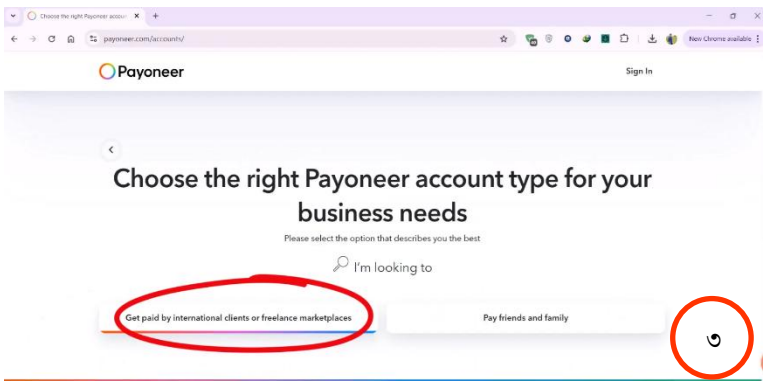

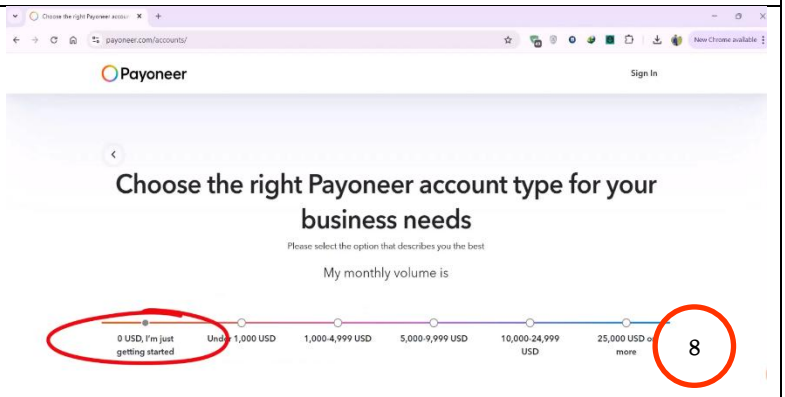

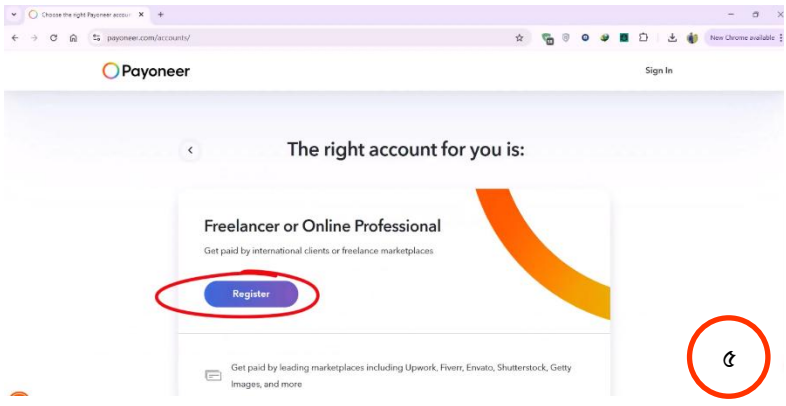

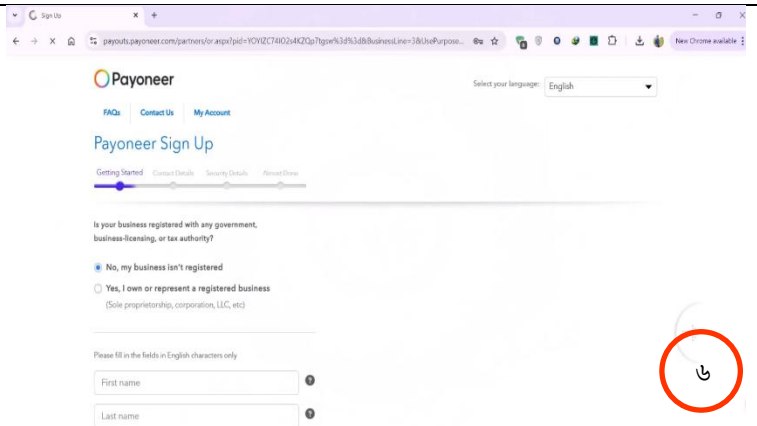

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

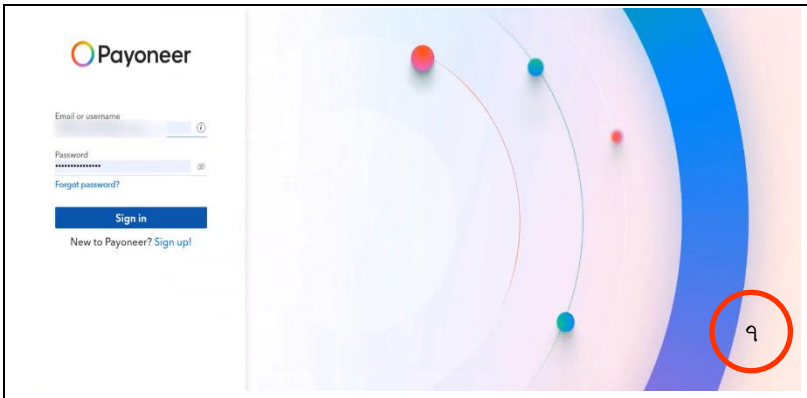

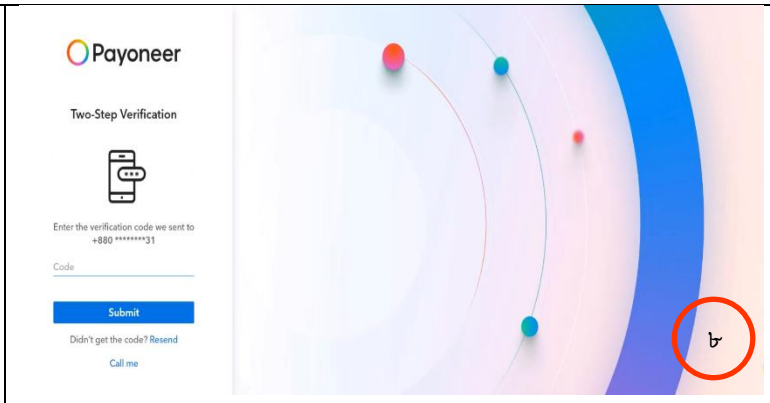

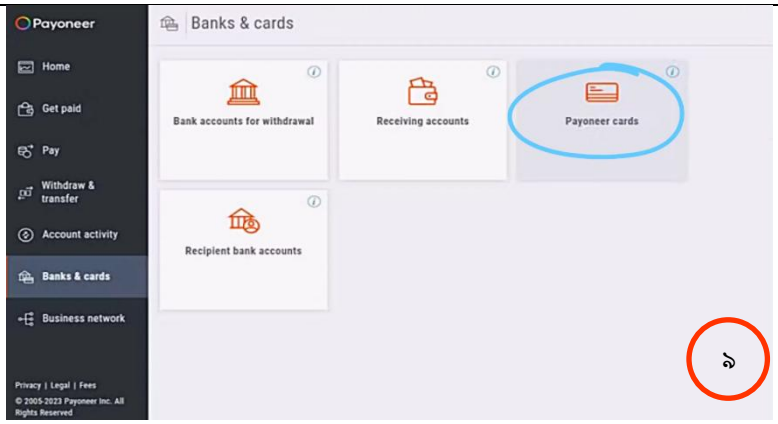

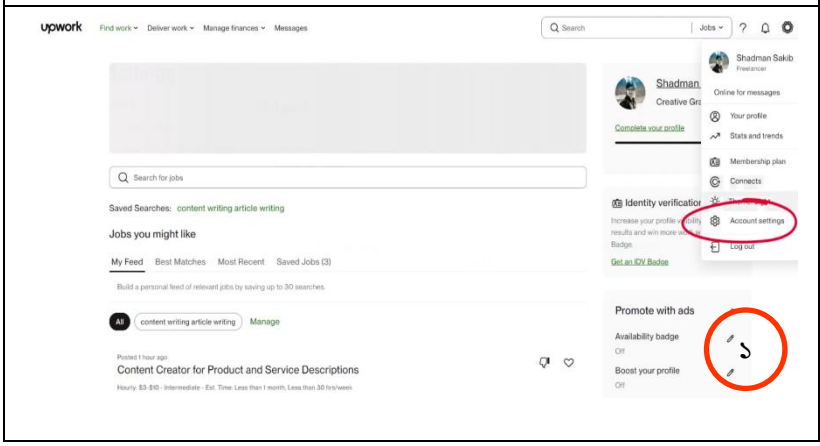

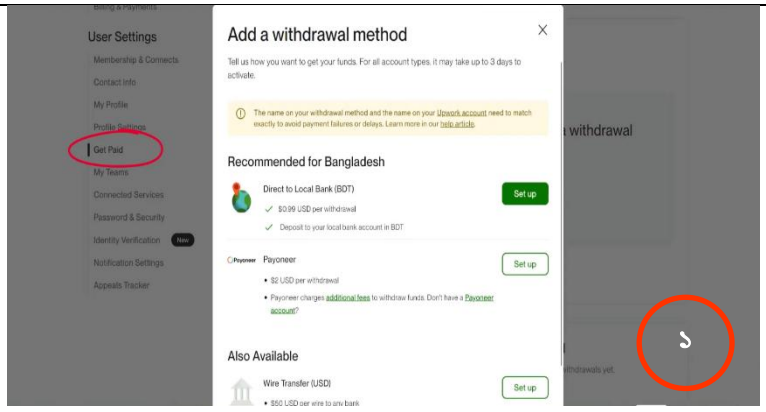

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

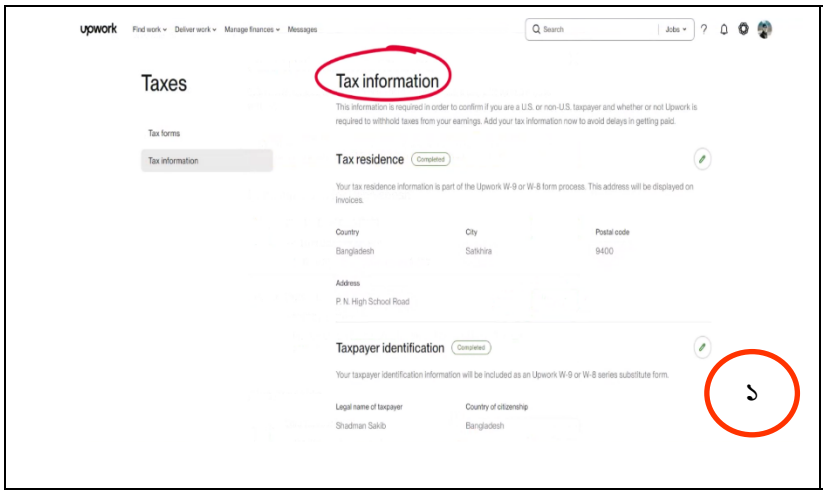

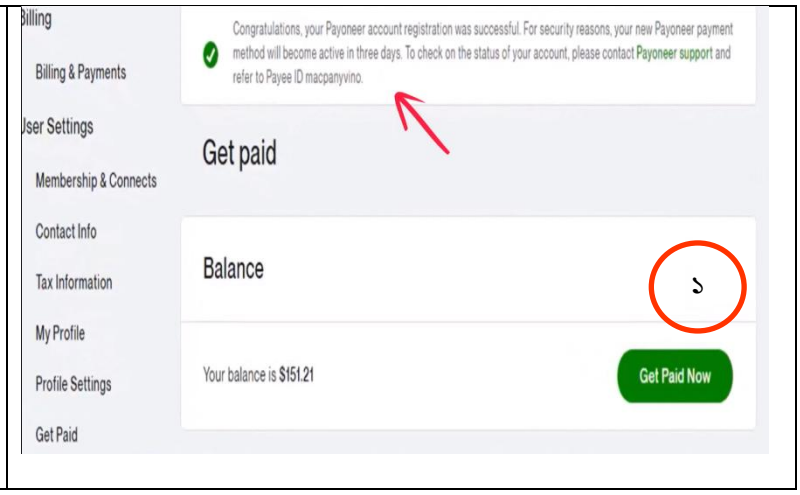

ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও উত্তোলনের রোডম্যাপ

১. মার্কেটপ্লেসে প্রোফাইল তৈরি করা
২. কাজ খোঁজা ও প্রোপোজাল সাবমিট
৩. সাক্ষাৎকার দিয়ে কাজ পাওয়া ও শুরু করা
৪. নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন ও জমা দেওয়া
৫. মার্কেটপ্লেস একাউন্টে পেমেন্ট গ্রহণ করা
৬. পেমেন্ট গেটওয়ে দিয়ে টাকা উত্তোলন করা
৭. পোর্টফোলিও আপডেট ও পুনরায় কাজ খোঁজা

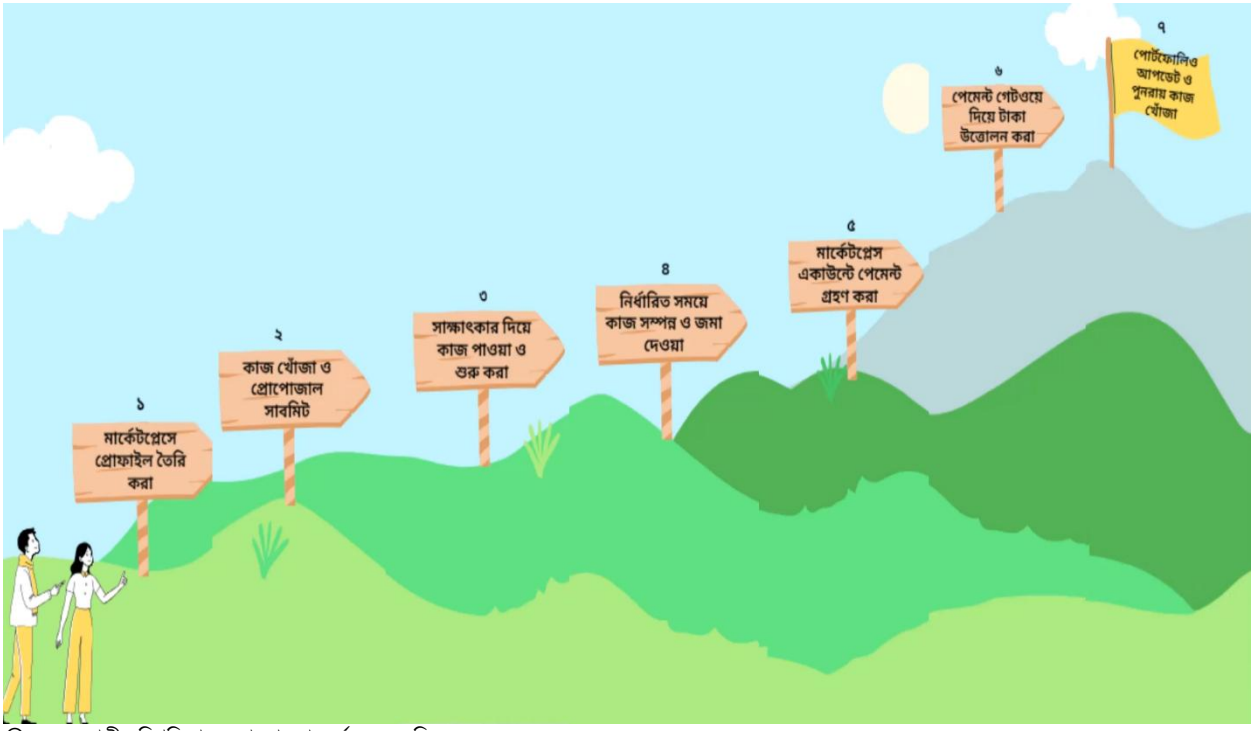

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ক্যারিয়ার উন্নয়নের কৌশল আয়ত্ত করে ফ্রিল্যান্সিং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার উন্নয়নের কৌশল

কৌশল	কীভাবে কার্যকর হবে
নির্দিষ্ট নিশ বেছে নেওয়া	একটি ক্ষেত্রের ওপর ফোকাস করলে দ্রুত দক্ষতা ও সুনাম তৈরি হয়
নতুন স্কিল শেখা	অনলাইন কোর্স ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিয়মিত আপডেট থাকা
প্রোফাইল ও পোর্টফোলিও উন্নত করা	ক্লায়েন্টকে আকর্ষণ করতে পরিষ্কার ও পেশাদার প্রোফাইল সাজানো
ক্লায়েন্টের সাথে ভদ্র যোগাযোগ	বিশ্বাস ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরি হয়
সময়মতো মানসম্মত কাজ ডেলিভারি	ভালো রিভিউ পাওয়া যায় ও নতুন কাজের সুযোগ বাড়ে
ভালো রিভিউ সংগ্রহ	রেপুটেশন ও র‍্যাঙ্কিং উন্নত হয়
নেটওয়ার্কিং	নতুন ক্লায়েন্ট ও সহযোগিতার সুযোগ বাড়ে
ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি	মার্কেটপ্লেসের বাইরে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি হয় (ওয়েবসাইট/সোশ্যাল মিডিয়া)
আয়ের একটি অংশ স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিনিয়োগ	ক্যারিয়ার দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়
ধৈর্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা	প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে সফল ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্রিল্যান্সিংয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ ও সমাধানের উপায়

১. ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা

অনেক জায়গায় উচ্চগতির, ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট নেই।এক্ষেত্রে আমরা একাধিক ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক দুইটি সংযোগ রাখতে পারি।

২. আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গ্রহণে জটিলতা

পেপাল এর মতো গেটওয়ের স্বীকৃতি না থাকায় আয় গ্রহণ সীমিত।

Payoneer mastercard এর মতো সহজ gateway ব্যবহার করা, অথবা স্থানীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্স আয়ের চ্যানেল ব্যবহার করা।

৩. বিদেশি ক্লায়েন্টদের আস্থার ঘাটতি

ফ্রিল্যান্সিং এ, নতুনরা প্রফেশনাল আচরণ না করায় আস্থা কমে যায়। সময়মতো, ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী কাজ ডেলিভারি করলে, এবং নিয়মিত যোগাযোগ, ও মার্জিত আচরণ বজায় রাখলে ক্লায়েন্টের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

৪. দক্ষতার ঘাটতি

অনেকে শুধু মৌলিক স্কিলে সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন প্রযুক্তির সাথে মানিয়ে নিতে পারেনা। একটি বা দুইটি নির্দিষ্ট নিশ বেছে নিয়ে, নিয়মিত নতুন স্কিল শেখা, চর্চা করা, এবং ইউটিউব বা অন্যান্য ফ্রি রিসোর্স থেকে অনলাইন কোর্স করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

৫. সীমিত ইংরেজি ভাষাজ্ঞান

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলো ইংরেজি ভাষায় হওয়ায়, এবং বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের ইংরেজিতে দুর্বল কমিউনিকেশন দক্ষতার কারণে, ক্লায়েন্টরা আগ্রহ হারায় এবং কাজের জন্য প্রতিযোগী দেশসমূহ থেকে ফ্রিল্যান্সার নিয়োগ। এক্ষেত্রে, প্রতিদিন ইংরেজিতে লেখা ও কথা বলার চর্চা করা, Grammarly, ও অন্যান্য ভাষা শেখার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লেখার মান উন্নত কর।

৬. বহমাত্রিক প্রতিযোগিতা

অনেক নতুন ফ্রিল্যান্সার যোগ হওয়ায় কাজ পাওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ফোকাস করে; প্রোফাইল এবং পোর্টফোলিও আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে আলাদা ব্র্যান্ড তৈরি করলে, কাজ পাওয়া সহজ হয়।

৭. সামাজিক স্বীকৃতির অভাব

অনেকেই ফ্রিল্যান্সিংকে “অস্থায়ী” কাজ ভাবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রচারনার পাশাপাশি, ফ্রিল্যান্স আয়ের মাধ্যমে রেমিটেন্স অর্জনের গুরুত্ব সামাজিকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। সফল ফ্রিল্যান্সারদের উদাহরণ শেয়ার করে খুব ভালোভাবে এটি বোঝানো সম্ভব।

৮. বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অবকাঠামোগত সমস্যা

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। সময় মতো কাজ ডেলিভারি করা যায়না। সেক্ষেত্রে, ছোট ইউপিএস, আইপিএস, বা সোলার প্যানেল ও ইনভার্টার ব্যবহার করা উত্তম। আর কাজ করার সময় সর্বদা অটোসেভ ফিচার চালু রাখা বাঞ্ছনীয়।

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বৈশিষ্ট্য	চ্যালেঞ্জ	সমাধান
ইন্টারনেট অ্যাক্সেস	অস্থায়ী উচ্চগতির ইন্টারনেট	ব্যাকআপ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা
পেমেন্ট প্রক্রিয়াকরণ	পেমেন্ট গ্রহণের জন্য সীমিত বিকল্প	Payoneer এর মতো বিকল্প ব্যবহার করা
ক্লায়েন্টের আস্থা	পেশাদার আচরণের অভাব	সময়মতো কাজ ডেলিভারি করা
দক্ষতার প্রজ্ঞা	মৌলিক স্কিলে সীমাবদ্ধ	নিয়মিত নতুন স্কিল শেখা
ইংরেজি ভাষা	দুর্বল যোগাযোগ দক্ষতা	প্রতিদিন ইংরেজি চর্চা করা
প্রতিযোগিতা	ভিড়যুক্ত ফ্রিল্যান্সিং বাজার	একটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ফোকাস করা
সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা	সামাজিক স্বীকৃতির অভাব	ফ্রিল্যান্সিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা
অবকাঠামো	বিদ্যুৎ বিভ্রাট কাজের প্রবাহ বিঘ্নিত করে	ইউপিএস/ইনভার্টার ব্যবহার করা

এই পাঠে যা যা আলোচনা করা হয়েছে-

১. কিভাবে মার্কেটপ্লেসের পেমেন্ট গেটওয়ে সমূহ চিহ্নিত করা যায়
২. কিভাবে মার্কেটপ্লেস **UpWork** একাউন্টে পছন্দের পেমেন্ট গেটওয়ে সংযুক্ত করা এবং অর্থ উত্তোলন করা যায়
৩. কিভাবে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার উন্নয়নের কৌশলগুলো চিহ্নিত করা যায়
৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্রিল্যান্সিংয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানের উপায়।

(এই প্রকাশনার কোনো অংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত পুনর্মুদ্রণ, সংরক্ষণ, অনুলিপি, বিতরণ বা কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না।)

© ২০২৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত